14 APR 2015

যুগান্তর

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপির সভাপতি হওয়া কেন অবৈধ নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

স্থানীয় সংসদ সদস্যদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের (গভর্নিং বডির) সভাপতি পদে রাখার বিধান কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। চার সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কলেজ শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক, ভিকারুননিসা নুন স্কুলের অধ্যক্ষ ও স্কুলটির গভর্নিং বডির সভাপতি রাশেদ খান মেননকে জবাব

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপির সভাপতি হওয়া কেন অবৈধ নয় : হাইকোর্ট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দিতে বলা হয়েছে। এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি একেএম জহিরুল হকের বেঞ্চ বুধবার এই রুল জারি করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধানমালা ২০০৯-এর ৫ ও ৫০ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে চলতি সপ্তাহে রিট আবেদন করেন আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ। আদালতে রিট আবেদনের পক্ষে রিটকারী নিজেই শুনানি করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধানমালা ২০০৯-এর ৫ ধারায় আছে, স্থানীয় এমপিরা চারটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে থাকতে পারবেন। এছাড়া ৫০ ধারাটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচন না দিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন সংক্রান্ত। এ দুটি ধারা সংবিধানের ৭, ২৬, ২৭, ২৮, ৩১ ও ৬৫ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। রুলে এ দুটি ধারার বৈধতার বিষয়টি জানতে চাওয়া হয়েছে।

ইউনুস আলী আকন্দ বলেন, সংবিধান অনুযায়ী একজন মন্ত্রী বা এমপির দায়িত্ব হল সংসদে গিয়ে আইন তৈরি করবেন। কিন্তু তারা অর্থ বাণিজ্যের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেন, যা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।